26814 - রমজানরে রোজা পালন করা কার উপর ওয়াজবি?

প্রশ্ন

রমজানরে রোজা পালন করা কার উপর ওয়াজবি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

যে ব্যক্তরি মধ্যে ৫টি শর্ত পাওয়া যায় তার উপর রোজা পালন করা ওয়াজবি -

এক: মুসলমি হওয়া

দুই: মুকাল্লাফ হওয়া অর্থাৎ শরয়ি বধিবিধািনরে ভারপ্রাপ্ত হওয়া

তনি: রোজা পালনে সক্ষম হওয়া

চার: নজিগৃহে অবস্থানকারী বা মুকীম হওয়া

পাঁচ: রোজা পালনরে প্রতবিন্ধকতাসমূহ হতে মুক্ত হওয়া

এই পাঁচটি শর্ত যে ব্যক্তরি মধ্যে পাওয়া যায় তার উপর সয়িাম পালন করা ওয়াজবি।

প্রথম শর্তরে মাধ্যমে কাফরে ব্যক্তি রোজা পালনরে দায়ত্বি থকেে বরেয়িে গলে। কাফরেরে উপর রোজা পালন অনবির্য নয়। আর কাফরে তা পালন করলওে শুদ্ধ হবে না। কাফরে যদি ইসলাম কবুল করে তাহলে তাকে পূর্বরে দনিগুলোর রোজা কাযা করার আদশে দয়ো হবে না। এর দলীল হল আল্লাহ তাআলার বাণী:

(وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يُنفقون إلا وهم كارهون) [9] [التوبة : 54]

“তাদরে অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোনো কারণ নইে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলরে প্রতি অবশি্বাসী, তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে, ব্যয় করে সঙ্কুচতি মনে।” [৯ সুরা তাওবা : ৫৪]

দান-সদকার উপকার বহুমুখী হওয়া সত্ত্বেও সেটা যদি কবুল না হয় তাহলে ব্যক্তিগত ইবাদত কবুল না হওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। ইসলাম গ্রহণ করার পর নও মুসলিমকে যে কাফের অবস্থায় না-রাখা রোজা কাযা করার নির্দেশ দেয়া হবে না এর দলিল হচ্ছে- আল্লাহ্ তাআলার বাণী:

[قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) [8 الأنفال : 38)

"আপনি কাফেরদেরকে বলে দিন যে, তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তবে পূর্বে যা কিছু ঘটে গেছে ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[৮ আল-আনফাল: ৩৮] এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি তাকে ইতিপূর্বে ছুটে যাওয়া ওয়াজিবগুলো (আবশ্যকীয় ইবাদত) কাযা করার নির্দেশ দিতেন না।

তবে মুসলমান না-হয়ে রোজা না-রাখার কারণে কাফেরকে কি আখেরাতে শাস্তি দেয়া হবে?

উত্তর হচ্ছে- হ্যাঁ, কাফের ব্যক্তি রোজা না-রাখার কারণে এবং অন্য সব ওয়াজিব পালন না-করার কারণে শাস্তি পাবে। কারণ আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল, শরয়ি বিধান পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একজন মুসলিম যদি শাস্তি পায় তবে (আল্লাহ ও তাঁর বিধানের প্রতি) উদ্যত কাফের শাস্তি পাওয়া আরও বেশি যুক্তিযুক্ত। খাবার, পানীয়, পোশাক এ জাতীয় আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করার কারণে যদি কাফেরকে শাস্তি দেয়া হয় তাহলে নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হওয়া ও নির্দেশ লঙ্ঘনের কারণে তাকে শাস্তি দেয়া আরও অধিক যুক্তিযুক্ত। এটি ক্বিয়াস শ্রেণীর দলিল।

নকলী দলিল হচ্ছে- আল্লাহ তাআলা ডানপন্থীদের সম্পর্কে বলেন তারা পাপীদেরকে লক্ষ্য করে বলবে:

ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين)[)
[74 المدثر: 42-46

"বলবেঃ তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? তারা বলবেঃ আমরা নামায পড়তাম না, মিসকীনকে আহার্য্য দিতাম না, আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম।"[৭৪ আল-মুদাসসির : ৪২-৪৬]

অতএব আয়াতে উল্লেখিত চারটি বিষয় তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছে।

(১) "আমরা নামায পড়তাম না"- নামায

(২) "মিসকীনকে আহার্য্য দিতাম না"- যাকাত

(৩) "আর আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম" যেমন- আল্লাহর আয়াতগুলো নিয়ে বিদ্রূপ করা।

(৪) “আমরা প্রতফিল দবিসকে অস্বীকার করতাম”।

দ্বতিীয় শর্ত:

মুকাল্লাফ বা শরয়ি ভারপ্রাপ্ত হওয়া। মুকাল্লাফ হচ্ছনে- ববিকে-বুদ্ধি সম্পন্ন সাবালক ব্যক্তি। কারণ নাবালক কংিবা পাগলরে উপর কোনে শরয়ি ভার নইে। কোনে নাবালকরে বালগে হওয়া তনিটি বিষিয়রে যে কোনে একটরি মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। (70475) নং প্রশ্নরে উত্তর থকেে এ বিষয়টি জনেে নতিে পারনে।

বুদ্ধসিম্পন্ন এর বপিরীত হল পাগল তথা ববিকে-বুদ্ধহীন। সে পাগল উচ্ছৃঙ্খল হোক অথবা শান্ত হোক এবং তার পাগলামি যে ধরনরে হোক না কনে সে শরয়ি ভারপ্রাপ্ত বা মুকাল্লাফ নয়। তার উপর দ্বীনরে কোনে আবশ্যকীয় (ওয়াজবি) দায়ত্বি নইে। যমেন- নামায, রোজা, মসিকীনকে খাওয়ানো ইত্যাদি। অর্থাৎ তার উপর কোনে কছিু ওয়াজবি নয়।

তৃতীয় শর্ত: সক্ষম হওয়া। অর্থাৎ সয়িাম পালনে সক্ষম হওয়া। অতএব, যে ব্যক্তি অক্ষম তার উপর সয়িাম পালন করা ওয়াজবি নয়। এর দললি আল্লাহ তাআলার বাণী:

[ومن كان مريضا أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر ([2 البقرة: 185)

“আর যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা যে ব্যক্তি সফরে আছে তারা সইে সংখ্যা অন্য দনিগুলোতে পূরণ করব।”[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

অক্ষমতা দুই প্রকার: সাময়কি অক্ষমতা ও স্থায়ী অক্ষমতা।

(১.) সাময়কি অক্ষমতার কথা ইতপিূর্বে উল্লখেতি আয়াতে এসছে। যমেন- এমন রোগী যার সুস্থতা আশা করা যায় এবং মুসাফরি। এ ব্যক্তদিরে জন্য রোজা না-রাখা জায়যে আছে। তারা ছুটে যাওয়া দনিগুলোর রোজা পরে কাযা করবনে।

(২.) স্থায়ী অক্ষমতা। যমেন- এমন রোগী যার সুস্থতা আশা করা যায় না এবং এমন বৃদ্ধ লোক যনিি সয়িাম পালনে অক্ষম। এ অক্ষমতার বষিয় নম্নিোক্ত আয়াতে উল্লখে করা হয়ছে।

[وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ] البقرة: 184

“আর যারা রোজা পালনে অক্ষম তারা ফদিয়িা দবিে (অর্থাৎ মসিকীন খাওয়াব)।” [২ সূরা বাক্বারা: ১৮৪]

এই আয়াতরে তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলনে- “বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যারা রোজা পালনে সক্ষম নয় তারা প্রতদিনিরে বদলে একজন মসিকীনকে খাওয়াব।”

চতুর্থ শর্ত: নিজ গৃহে অবস্থানকারী বা মুকীম হওয়া। সুতরাং মুসাফিরের উপর রোজা পালন করা ওয়াজিব নয়। এর দলিল আল্লাহ তাআলা বাণী:

[ومن كان مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيامٍ أُخر] ([2 البقرة: 185])

"আর যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা যে ব্যক্তি সফরে আছে তারা সেই সংখ্যা অন্য দিনগুলোতে পূরণ করবে।"[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

আলেমগণ ইজমা (ঐকমত্য) করেছেন যে, মুসাফিরের জন্য রোজা না-রাখা জায়েয। তবে উত্তম হলো- তার জন্য যেটা বেশি সহজ সেটা করা। পক্ষান্তরে যদি রোজা পালন করায় তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় তবে তার জন্য রোজা পালন করা হারাম। এর দলিল হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার বাণী:

[ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما] ([4 النساء: 29])

"তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতি দয়াময়।"[৪ আন-নিসা :২৯]

এই আয়াত থেকে এই নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর তা তার জন্য নিষিদ্ধ। দেখুন প্রশ্ন নং (20165)।

আপনি যদি বলেন সেই ক্ষতি কিভাবে পরিমাপ করা হবে, যা রোজা রাখা হারাম করে দেয়? জবাব হল: সে ক্ষতিটা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা সম্ভব অথবা তথ্যের ভিত্তিতে জানা সম্ভব।

(১.) ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা অর্থাৎ রোগী নিজেই অনুভব করা যে রোজা পালন করার কারণে তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে, রোগ বেড়ে যাচ্ছে এবং সুস্থতা বিলম্বিত হচ্ছে ইত্যাদি।

(২.) আর তথ্যের মাধ্যমে ক্ষতি সম্পর্কে জানার অর্থ হল- একজন বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত ডাক্তার রোগীকে এ তথ্য দিবে যে রোজা পালন করা তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

পঞ্চম শর্ত: রোজা পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকা। এ শর্তটি নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হায়েয ও নিফাস অবস্থায় নারীর জন্য সিয়াম পালন অনিবার্য নয় এবং এর দলীল হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

" أليس إذا حاضت لم تصل و لم تصم "

"একজন নারীর হায়েয (মাসিক) হলে সে কি নামায ও রোজা ত্যাগ করে না?"[আল- বুখারী: ২৯৮]

আলমেগণরে ইজমা (সর্‌বসম্‌মতি) এর ভিত্‌তিতে হায়যে ও নফিাস অবস্‌থায় নারীর উপর রোজা পালন করা ওয়াজবি নয়। এমতাবস্‌থায় রোজা পালন করলে শুদ্‌ধ হবে না। বরং পরবর্‌তীতে এই দনিগুলোর রোজা কাযা আদায় করা বাধ্‌যতামূলক।[আশ-শারহুল-মুমতি (৬/৩৩০)]

আল্‌লাহই সবচয়েে ভালো জাননে।